ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩২৪০
আগরতলা,৯ জানুয়ারি,২০২০

## সমাজ গঠনে পুলিশের দায়িত্ব সবথেকে বেশি : মুখ্যমন্ত্রী

পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে আরও নিবিড় সংযোগ স্থাপন এবং পারস্পরিক সমন্বয়সাধন। সমাজের বিশিষ্টজন সহ জনজাতি সমাজের দলপতিদের সঙ্গে পুলিশের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকের নিবিড় সংযোগ থাকলে সমাজের প্রতি একটি সুস্পষ্ট ধারণা পুলিশের মধ্যে সৃষ্টি করবে। এটা পুলিশের কাজের পক্ষে সহায়ক হবে। আজ অরুন্ধতীনগরস্থিত মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে পুলিশ সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে প্যারেড ও কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। প্যারেড ও কুচকাওয়াজে আরক্ষা প্রশাসনের মোট ৮টি প্ল্যাটুন অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে টি এস আর, ট্রাফিক পুলিশ, মহিলা পুলিশ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ এবং হোমগার্ডের জওয়ানগণ রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের আয়না হচ্ছে পুলিশ। তাই সমাজ গঠনে পুলিশের দায়িত্বও সবথেকে বেশি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়কালের ১১ মাসের মধ্যে মহিলা সংক্রান্ত অপরাধে অপরাধীদের কঠোর শাস্তিও হয়েছে। পুলিশের সঠিক পদক্ষেপ, আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিচার ব্যবস্থায় সঠিক সময়ে প্রমাণপত্র পেশ করার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না থাকায় পুলিশের নিজস্ব বিচার বিবেচনা এখন প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের কাজের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা সৃষ্টি হয়েছে। বেড়েছে দায়বদ্ধতা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি এন ই সি বৈঠকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ড্রাগস মুক্ত করার সংকল্প নিয়েছেন। এই অভিযান শুরু হয় আমাদের রাজ্য থেকেই। ড্রাগস বিরোধী অভিযানের জন্য পূর্বে পুলিশকে সময়ে সময়ে সচেতন করতে হতো। বর্তমানে পুলিশ নিজে থেকেই রাজ্যের যুব সমাজকে ড্রাগস মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ অবলম্বন করছে। তিনি বলেন, গত ২০ মাসে বিভিন্ন অভিযোগে ৯৮৭টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। ৪,৯৯২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহিলাদের উপর অপরাধের হার ১০ শতাংশ কমেছে। এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পুলিশের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিট কনস্টেবলদের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে দেখে মহিলাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে রক্তদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতেও ত্রিপুরা পুলিশ সহ আরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই প্রচেষ্টাকে ধারাবাহিক রূপ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, জনগণের সঙ্গে পুলিশের নিবিড় সংযোগ আরও অটুট করার লক্ষ্যে রাজ্যের প্রত্যেকটি গ্রামে একজন করে গ্রামসেবক নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এরফলে প্রায় ১১০০ জন যুবক যুবতীর রোজগারের পথ সুগম হবে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ কর্মীদের সুষ্ঠু জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ প্রদানের জন্য সরকার সচেষ্ট। সরকার তাদের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর থেকে পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, স্বচ্ছ নিয়োগনীতি, ডিজিটালাইজেশন, ই-পিডিএস ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের যুবাদের রোজগার সাধন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা সহ রাজ্যকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতেও সরকার বদ্ধপরিকর। বর্তমানে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কাজগুলি এখন একটা গতি নিয়ে এগিয়ে চলছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং রাজ্যের পুলিশ, টি এস আর, হোমগার্ড, এস পি ও কর্মীগণ যারা রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে গিয়ে আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের স্মরণ করেন। তিনি বলেন, পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে বছরের সার্বিক কাজকর্মের পর্যালোচনার পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর আরও গুণগত উৎকর্ষতা বাড়ানোর উপরও জোর দিতে হবে। এবছর পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ গ্যালারির উদ্বোধন, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, হস্ত শিল্প প্রদর্শনী, ফিট ইন্ডিয়া-সুস্থ ত্রিপুরা থিমের উপর ২১ কিলোমিটার আগরতলা হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তা রক্ষায় বিট পেট্রোলিং ব্যবস্থা পুনরায় চালু করে ২৬১টি মোটর সাইকেল দেওয়া হয়েছে। ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম যেটা পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা জরুরি ভিত্তিতে মানুষ পেতে পারেন তার জন্য ১১২ নম্বর ডায়াল পরিষেবা চালু করা হয়েছে। পুলিশের নতুন মুখ্য কার্যালয় গড়ে তোলার জন্য নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স সংলগ্ন এলাকায় প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করে দেওয়ায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে রাজ্য পুলিশের উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এবং নেশা বিরোধী অভিযান ও অপরাধ দমনে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পুলিশ ম্যান অব দ্য ইয়ার-২০১৯ প্রদান করা হয় সিপাহীজলা জেলার ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্যোতিষ্মান দাস চৌধুরীকে। শ্রেষ্ঠ থানা-২০১৯-এর সম্মান অর্জন করেছে খোয়াই থানা। শ্রেষ্ঠ টি এস আর ব্যাটেলিয়ন-২০১৯-এর স্বীকৃতি পেয়েছে টি এস আর-এর পঞ্চম বাহিনী। মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের মামলায় উল্লেখযোগ্য তদন্ত কাজের জন্য শ্রেষ্ঠ তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক হিসেবে সম্মান লাভ করেন সাব-ইন্সপেক্টর রুবিবালা বৈদ্য (সিংহ)। এছাড়াও ত্রিপুরা পুলিশের শ্রেষ্ঠ মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ-২০১৯-এর পুরস্কার পেয়েছেন চয়ন দেব। সম্মান প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী সহ পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন।

*****